গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।
এক নজরে পাকুন্দিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কার্যক্রম

সাংগঠনিক কাঠামো

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মন্তব্য
১	স্বপন কুমার দত্ত, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	
২	মোহাম্মদ হযরত আলী, হিসাবরক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার (অ:দা:)	হিসাবরক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার এর পদ না থাকায় কটিয়াদী উপজেলায় কর্মরত হিসাবরক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজারকে অফিসের দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	পদ শূণ্য
৪	মো: ইদ্রিছ আলী বুলবুল, অফিস সহায়ক	
১	সুমা আক্তার, প্রশিক্ষক (সেলাই)	আইজিএ প্রকল্প
২	ফারজানা আক্তার নিপা, প্রশিক্ষক (বিউটিপার্লার),	আইজিএ প্রকল্প
৩	হৃদয় বেগ, অফিস এটেনডেন্ট	আইজিএ প্রকল্প

১। ভিজিডি কার্যক্রম: দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট- ভিজিডি) কর্মসূচীর আওতায় প্রতি ২(দুই) বছর মেয়াদের জন্য মহিলা বাছাই করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচিত অতি দরিদ্র মহিলাদেরকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার আলোকে স্থায়ীভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা প্রদান ইত্যাদি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
২০১৯-২০২০ চক্রের পাকুন্দিয়া উপজেলার ইউনিয়ন ওয়ারী ভিজিডি উপকারভোগী নিম্নরুপ:

ক্র: নং	ইউনিয়নের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	জাঙ্গালিয়া	১৮৩ জন	
২	চরফরাদী	১২৫ জন	
৩	এগারসিন্দুর	১৮৮ জন	
৪	বুরুদিয়া	১৫০ জন	
৫	পাটুয়াভাঙ্গা	১৮৯ জন	
৬	নারান্দী	১০৪ জন	
৭	হোসেন্দী	৫৯ জন	
৮	চন্ডিপাশা	১২৯ জন	
৯	সুখিয়া	১০৬ জন	
মোট		১২৩৩ জন	

২। দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কার্যক্রম: এ কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ২০-৩৫ বৎসরের ১ম ও ২য় গর্ভধারণকারী হত দরিদ্র মায়েদের তালিকা ইউনিয়ন ওয়ারী সরকারী বরাদ্দ মোতাবেক ভাতাভোগী বাছাই

করা হয়। উপকারভোগী মহিলাগণ জি টু পি এর মাধ্যমে (অনলাইন ব্যাংক হিসাব, বিকাশ, রকেট ও সিউর ক্যাশ) প্রতি মাসে ৮০০/- টাকা হারে ৩(তিন) বৎসর ভাতার টাকা পেয়ে থাকেন পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার আলোকে স্থায়ীভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা প্রদান ইত্যাদি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। চলমান সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ১৩৪১ জন।
ইউনিয়ন ওয়ারী বরাদ্দ উপবরাদ্দ নিম্নরুপ:

ক্র: নং	ইউনিয়নের নাম	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা চক্র: জুলাই/১৬-জুন/১৯	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা চক্র: জুলাই/১৭-জুন/২০	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা চক্র: জুলাই/১৮-জুন/২১	মন্তব্য
১	জাঙ্গালিয়া	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
২	চরফরাদী	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৩	এগারসিন্দুর	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৪	বুরুদিয়া	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৫	পাটুয়াভাঙ্গা	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৬	নারান্দী	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৭	হোসেন্দী	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৮	চন্ডিপাশা	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
৯	সুখিয়া	৮০ জন	৫৩ জন	১৬ জন	
মোট		৭২০ জন	৪৭৭ জন	১৪৪ জন	

৩। কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল: এ কর্মসুচীর আওতায় উপজেলার পৌরসভার ২০-৩৫ বৎসরের ১ম ও ২য় গর্ভধারণকারী হত দরিদ্র মায়েদের তালিকা সরকারী বরাদ্দ ভাতাভোগী বাছাই করা হয়। উপকারভোগী মহিলাগণ জি টু পি এর মাধ্যমে (অনলাইন ব্যাংক হিসাব, বিকাশ, রকেট ও সিউর ক্যাশ) প্রতি মাসে ৮০০/- টাকা হারে ৩(তিন) বৎসর ভাতার টাকা পেয়ে থাকেন। চলমান সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ৪০০ জন।

ক্র: নং	পৌরসভার নাম	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা চক্র: জুলাই/১৬-জুন/১৯	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা চক্র: জুলাই/১৭-জুন/২০	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা চক্র: জুলাই/১৮-জুন/২১	মন্তব্য
১	পাকুন্দিয়া	২৫০ জন	৫০ জন	১০০ জন	

৪। **" উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ" আইজিএ প্রকল্প:** এ প্রকল্পের আওতায় তিন মাসে মেয়াদী সেলাই ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে। প্রতি ট্রেডে ২০ জন করে দুইটি ট্রেডে মোট ৪০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি প্রশিক্ষণাথীকে দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে ৩ মাসে ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা ও সনদ প্রদান করা হয়।

৫। **মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:** এ কর্মসুচীর আওতায় সদর কার্যালয় হতে ৭,০৩,০৬৬.৫৮ (সাত লক্ষ তিন হাজার ছিষট্টি) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ঘূর্ণায়মান হিসাবে এ পর্যন্ত ১৮৫ জনের মধ্যে ১৮,৬৩,০০০/- বিতরণ করা হয়েছে। ৫% সার্ভিস চার্জে সর্বনিম্ন ৫০০০/- হতে সর্বোচ্চ ১৫০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

৬। **স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি:** অত্র উপজেলায় মোট ১২টি রেজিষ্ট্রিকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি আছে। বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ হতে প্রতি বৎসর সমিতির মাঝে আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ অনুদান ও বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়।

৭। **জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কার্যক্রম:** এ কার্যক্রমের প্রতি বৎসর ৫ (পাঁচ) ক্যাটাগরীতে ৫ জন জয়িতা নির্বাচন করা হয়।

ক্যাটাগরী নিম্নরুপ:

ক্র: নং	ক্যাটাগরীর নাম	মন্তব্য
১	অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী	
২	শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী	
৩	সফল জননী নারী	
৪	নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী	
৫	সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী	

৮। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম: বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং,মাদক, এসিড সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করা হয়। এছাড়া কোর্ট হইতে প্রাপ্ত মামলা সমূহের তদন্ত করা হয়। স্থানীয় ভাবে নারী ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৯। সমস্যাসমূহ: ১) অফিসের নিজস্ব ভবন নেই, জরাজীর্ন স্যাঁতসেতে আবাসিক কার্যালয়ে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অফিসের ভালমানের বাথরুম
নেই। মহিলাদের বসার স্থান ও বেষ্ট ফিডিং কর্নার নেই।

২) প্রয়োজনীয় যানবাহন নেই। ৩) প্রশিক্ষণ সেন্টার জরাজীর্ণ ভবনে, সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য ২০ (বিশ) টি সেলাই মেশিন প্রয়োজন। ৪।

ফটোষ্টেট মেশিন, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ভাল মানের ফার্নিচার ও নিজস্ব কোন যানবাহন নেই। অফিসের মাধ্যমে সরকারী জনগুরুত্বপূর্ণ
অনেক কাজ বাস্তবায়ন করা হয় কিন্তু জনবল অনেক কম।

-/স্বাক্ষরিত/-
(স্বপন কুমার দত্ত)
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।